দৈনিক বাংলা

তারিখ 29 JUL 1991
পৃষ্ঠা... ২ ... কলাম ৪-৬

৩৬

146

ঢাকা ভার্সিটিতে গুলি ঃ ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া

।। বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ।।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি এখন বিস্ফোরনোন্মুখ। গতকাল ক্যাম্পাসে প্রতিদ্বন্দ্বী দুটি ছাত্র সংগঠনের সশস্ত্র মহড়ায় পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটেছে। মারাত্মক আগ্নেয়াস্ত্রে সজ্জিত তরুণরা এ সময় প্রকাশ্যে একে অপরকে ধাওয়া করে এবং গুলিবর্ষণের শব্দে ক্যাম্পাস প্রকম্পিত হয়। এসব ঘটনা যখন ঘটে তখন ক্যাম্পাসে নিয়োজিত ছিল ১৪ প্লাটুন পুলিশ ও বিডিআর।

ক্যাম্পাসে প্রাধান্য বিস্তারের জন্য জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ও ছাত্রলীগ (শা-অ) গত পক্ষকাল ধরে যে শক্তি যুদ্ধে লিপ্ত তার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিরাজ করছে এখন এক অস্বাভাবিক অবস্থা।

গতকাল দুপুর সাড়ে চারটায় ছাত্রলীগের (শা-অ) সশস্ত্র কর্মীরা কার্জন হলে ঝটিকা অভিযান চালায়। পুলিশ-বিডিআর-এর চোখের সামনে মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এই অভিযান চালানো হয়। সশস্ত্র তরুণরা ফজলুল হক হলে প্রবেশের চেষ্টা করলে প্রতিদ্বন্দ্বী জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল কর্মীরা তাদের ধাওয়া করে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, ছাত্রদল কর্মীদের হাতেও ছিল আধুনিক সব আগ্নেয়াস্ত্র। কাটা

(শেষ পৃঃ ৭-এর কঃ দ্রঃ)

ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া

(প্রথম পৃঃ পর)

রাইফেল, স্টেনগান, কারবাইন, পিস্তল হাতে তরুণরা একে অপরকে ধাওয়া করে। পুরো কার্জন হল এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে আতংক। ছাত্র-ছাত্রীরা প্রাণভয়ে দৌড়াতে থাকে। ছাত্রদল কর্মীরা ছাত্রলীগ (শা-অ) সমর্থকদের ধাওয়া করে কার্জন হল এলাকা থেকে বের করে দেয়। এ সময় প্রায় ৭/৮ রাউন্ড গুলীবর্ষণের শব্দ শোনাযায়।

শনিবার রাতেও বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষিপ্তভাবে গুলীবর্ষণের শব্দ শোনা গেছে। রাত বারটায় সূর্যসেন হল ও মুহসীন হল থেকে কমপক্ষে ৬/৭ রাউন্ড গুলী বর্ষিত হয়।

ক্রমাগত সন্ত্রাসের মুখে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু রাখা এখন প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী-শিক্ষক-কর্মচারীরা এখন আতংকের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন।

আজ পরিবেশ পরিষদের সভা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা পরিবেশ পরিষদের সভা আজ দুপুর বারটায় প্রশাসনিক ভবনে অনুষ্ঠিত হবে। ভাইস চ্যান্সেলর ক্যাম্পাস পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার জন্য সব ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দকে এ সভায় ডেকেছেন।